রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

২০২০ সনের ২৭ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ২, ২০২০

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৮১—৩৯২
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪০৩—৪২৬
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৮৫—৩৯৬
৭ম	খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

চুক্তি ও বৈদেশিক নিয়োগ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৭ পৌষ ১৪২৬/০১ জানুয়ারি ২০২০

নং ০৫.০০.০০০০.১৪৬.০১.০৩৮.১৭-০২—মহামান্য রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৮(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব বিনয় কৃষ্ণ বালা, বিপিএম, পিপিএম, অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক-কে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সাথে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে ০১ জানুয়ারি ২০২০ অথবা দায়িত্বভার গ্রহণের তারিখ হতে ০৫(পাঁচ) বছর মেয়াদে বা তাঁর বয়স ৬৫ (পঁয়ষট্টি) বছর পূর্ণ হওয়া-এর মধ্যে যা আগে ঘটে, সেই কাল পর্যন্ত জনস্বার্থে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য পদে সানুগ্রহ নিয়োগ প্রদান করলেন।

তারিখ : ২ পৌষ ১৪২৬/১৬ জানুয়ারি ২০২০

নং ০৫.০০.০০০০.১৪৬.০০.০১৩.১৭-৫২—প্রকৌশলী মোঃ মোজাম্মেল হক-কে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সাথে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ এর ধারা-৭ অনুযায়ী নিয়োগের তারিখ থেকে পরবর্তী ৩ (তিন) বছর মেয়াদে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো। উক্ত আইনের ধারা ৬(৪) অনুযায়ী তার বেতন, ভাতা পদমর্যাদা, জ্যেষ্ঠতা ও চাকরির অন্যান্য শর্ত নির্ধারিত হবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

নং ০৫.০০.০০০০.১৪৬.০০.০১৩.১৭-৫৩—প্রকৌশলী মোঃ মনিরুল ইসলাম-কে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সাথে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ এর ধারা-৭ অনুযায়ী নিয়োগের তারিখ থেকে পরবর্তী ৩ (তিন) বছর মেয়াদে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সদস্য পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো। উক্ত আইনের ধারা ৬(৪) অনুযায়ী তার বেতন, ভাতা, পদমর্যাদা, জ্যেষ্ঠতা ও চাকরির অন্যান্য শর্ত নির্ধারিত হবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ অলিউর রহমান
উপসচিব।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আসাদুজ্জামান, উপপরিচালক (অতিঃ দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

পরিবহন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৩ ফাল্গুন ১৪২৬/১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০

নং ০৫.০০.০০০০.১২১.২৬.০০৯.১৫-৫৯—সার্বক্ষণিক গাড়ি প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারের সিনিয়র সচিব/সচিব এবং সচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তাগণের জন্য সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত গাড়ির বিপরীতে জ্বালানি তেল/সিএনজি-এর প্রাপ্যতা সর্বোচ্চ ২৫০ লিটার পেট্রোল/অকটেন অথবা ৩৫৮ ঘনমিটার সিএনজি পুনর্নির্ধারণ করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর করা হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ সাহেদুল ইসলাম
উপসচিব।

শৃঙ্খলা-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৩ মাঘ ১৪২৬/০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০

নং ০৫.০০.০০০০.১৮৩.২৭.০০৪.১৯(বিমা)-৭৩—যেহেতু, জনাব এম এম মহিউদ্দিন কবীর মাহিন (পরিচিতি নম্বর : ১৫১৯৯), এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (সিনিয়র সহকারী সচিব), বিআরটিএ, ঢাকা তার এসিআর, পদোন্নতি ও বিভাগীয় মামলার বিষয়ে কাজ সম্পাদনের মিথ্যা আশ্বাসের ভিত্তিতে কোনো প্রকার যাচাই না করে ঘুষ হিসেবে জনাব মোঃ মনির হোসেন (পরিচিতি নম্বর : ৪৮৯৯), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে ১০(দশ) লক্ষ টাকা প্রদান করা, ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ঘুষ প্রদানের জন্য উক্ত টাকার প্রকৃত উৎস অবহিত করার এবং একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হয়েও এরূপ গর্হিত কাজ ও শৃঙ্খলাজনিত অপরাধে তার বিরুদ্ধে কেন বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে না তার ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য শৃঙ্খলা-১(১) অধিশাখা হতে গত ১৪-০৭-২০১৯ তারিখে ০৫.০০.০০০০.১৮০.২৭.০৫২.১৯-৪০১ নম্বর স্মারকে কারণ দর্শানো হলেও তার জবাব দাখিল না করা ইত্যাদি কারণে সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও (ঘ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ', ও 'দুর্নীতিপরায়ণ' এর অপরাধে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ২৩-০৯-২০১৯ তারিখে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং তিনি ব্যক্তিগত শুনানী চান কিনা তাও জানতে চাওয়া হয়;

যেহেতু, তিনি ১৪-১০-২০১৯ তারিখে কৈফিয়তের জবাব দাখিল করেন এবং তিনি ব্যক্তিগত শুনানী চাননি। অভিযোগের বিষয়ে তদন্তের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় কাজী মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর : ৬৭২০), উপসচিব, মুদ্রণ শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা গত ১৭-১২-২০১৯ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামতে উল্লেখ করেন যে, "অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব এম এম মহিউদ্দিন কবীর মাহিন (পরিচিতি নম্বর : ১৫১৯৯), এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বিআরটিএ, ঢাকা এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব ও মৌখিক জিজ্ঞাসার জবাবে প্রাপ্ত তথ্যাবলি, সরকার পক্ষে নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তার বক্তব্য পর্যালোচনা করে এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক জনাব মোঃ মনির হোসেন (যুগ্মসচিব)-কে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ঘুষ দেয়ার আনীত অভিযোগ লিখিতভাবে স্বীকার করায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে";

যেহেতু, তিনি জনাব মোঃ মনির হোসেন (পরিচিতি নম্বর : ৪৮৯৯), যুগ্মসচিব (বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে জনপ্রশাসন সচিবকে ঘুষ দেওয়ার কথা বলে তাঁকে (জনাব মনির হোসেন) ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ঘুষ প্রদান করেন। তিনি বিষয়টি স্বপ্রণোদিত হয়ে জনপ্রশাসন সচিবকে অবহিত করেন। ঘুষ দেওয়ার বিষয়টি তিনি তার কারণ দর্শানোর জবাবে স্বীকার করেছেন। তদন্ত কর্মকর্তাও তার প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তার বিরুদ্ধে ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। তিনি আরো বলেছেন যে, ১০ (দশ) লক্ষ টাকা বৈধ উৎস হতে সংগ্রহ করেছেন। কাজেই দুর্নীতিপরায়ণ হওয়ার অর্থাৎ ৩(ঘ) বিধির অপরাধ প্রমাণিত হয়নি। তবে ঘুষ দেওয়া ও নেওয়া একই ধরনের অপরাধ। ঘুষ দেওয়ার অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় অসদাচরণ অর্থাৎ ৩(খ) বিধির অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে;

সেহেতু, জনাব এম এম মহিউদ্দিন কবীর মাহিন (পরিচিতি নম্বর : ১৫১৯৯), এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, বিআরটিএ, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় নিয়ে একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(ঘ) বিধি অনুযায়ী আগামী ০৩ (তিন) বৎসরের জন্য তাঁর বর্তমান বেতন গ্রেডের সর্ব নিম্ন ধাপে অবনমিতকরণের লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। তবে তিনি বকেয়া সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব।

চুক্তি ও বৈদেশিক নিয়োগ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৬ পৌষ ১৪২৬/৩১ ডিসেম্বর ২০১৯

নং ০৫.০০.০০০০.১৪৬.০০.০৩৮.১৭-৫৬৫—মহামান্য রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৮(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকারের সিনিয়র সচিব জনাব ফয়েজ আহম্মদ-কে আনুষঙ্গিক সুবিধাসহ তার অবসর-উত্তর ছুটি স্থগিতের শর্তে আগামী ৪ জানুয়ারি ২০২০ অথবা দায়িত্বভার গ্রহণের তারিখ হতে ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদে বা তার বয়স ৬৫ (পঁয়ষট্টি) বছর পূর্ণ হওয়া-এর মধ্যে যা আগে ঘটে, সেইকাল পর্যন্ত জনস্বার্থে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য পদে সানুগ্রহ নিয়োগ প্রদান করলেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ অলিউর রহমান
উপসচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৪ ফাল্গুন ১৪২৬/২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০০১.২০-১৫১—গ্রামীণ ব্যাংক আইন, ২০১৩ এর ৯(১) ধারা অনুসারে জনাব মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন মিয়া, সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা-কে গ্রামীণ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক হিসেবে তার যোগদানের তারিখ হতে ২ (দুই) বছরের জন্য নিয়োগ করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ সিদ্দিকুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

প্রশাসন শাখা-৫

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৯ ফাল্গুন ১৪২৬/০৩ মার্চ ২০২০

নং ২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০৩৩.১৬-৭৪—যেহেতু, জনাব আবু সুফিয়ান মোহাম্মদ আছিব, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), ৩৩তম বিসিএস (গণপূর্ত) ক্যাডারের নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে ০৭-০৮-২০১৪ তারিখে চাকুরীতে যোগদান করেন। তিনি সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) হিসেবে গণপূর্ত ডিজাইন বিভাগ-৪ ঢাকায় কর্মরত অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের University of Utah-এর Phd Civil and Environmental Engineering কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য ১৫-১১-২০১৫ খ্রি. তারিখে ৩ (তিন) বছরের শিক্ষা ছুটির আবেদন করেন, যা মঞ্জুর করা হয় নাই। পরবর্তীতে তিনি ২৩-১২-২০১৫ খ্রি. তারিখ হতে ৩১-০১-২০১৬ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ৪০(চল্লিশ) দিনের অর্জিত ছুটির আবেদন করেন। তার অর্জিত ছুটির আবেদনটি মঞ্জুর না হওয়া সত্ত্বেও ০১-০২-২০১৬ খ্রি. তারিখ হতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। সে কারণে তার বিরুদ্ধে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ০৩-১০-২০১৭ খ্রি. তারিখের ২৫.০০.০০০০. ০১৮.২৭.০৩৩.১৬-২৭৭ নম্বর স্মারকে "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগে ১১/২০১৭ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানোর কোনো জবাব দাখিল করেননি এবং ডাক বিভাগ হতে অভিযুক্তের ঠিকানায় প্রেরিত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী "প্রাপককে উক্ত ঠিকানায় খুঁজিয়া না পাওয়ায় ফেরত" মন্তব্যসহ ফেরত পাওয়া যায়। ন্যায় বিচারের স্বার্থে সুষ্ঠু তদন্তের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, সিনিয়র সহকারী প্রধান, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা ০৩-০১-১৯ খ্রি. তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন। অতঃপর গুরুদণ্ড প্রদানের ধারাবাহিকতায় সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৭ এর উপবিধি ৮ মোতাবেক অভিযুক্তকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। কিন্তু তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশেরও জবাব দাখিল করেননি। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (১) (ঘ) অনুযায়ী "চাকুরী হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কনসালটেশন রেগুলেশন, ১৯৭৯ এর প্রবিধান ৬ অনুযায়ী সরকারী কর্ম কমিশন এর মতামত গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন হতে "চাকুরী হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) গুরুদণ্ড আরোপের কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করা হয়;

৩। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত এবং বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট কাগজসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (১) (ঘ) অনুযায়ী জনাব আবু সুফিয়ান মোহাম্মদ আছিব-কে "চাকুরী হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) করার গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয় এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব আবু সুফিয়ান মোহাম্মদ আছিব-কে "চাকুরী হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) করার গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাব সানুগ্রহ অনুমোদন করেছেন;

৪। সেহেতু, জনাব আবু সুফিয়ান মোহাম্মদ আছিব, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), গণপূর্ত ডিজাইন বিভাগ-৪ ঢাকা-কে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) ও (গ) অনুযায়ী অসদাচরণ" ও (ডিজারশন) অর্থাৎ "পলায়ন" এর প্রমাণিত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (১) (ঘ) অনুযায়ী "চাকুরী হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার
সচিব।

[একই নম্বর ও তারিখে স্থলাভিষিক্ত]

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শাখা-৪

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৫ মাঘ ১৪২৬/১৯ জানুয়ারি ২০২০

নং ৪৩.০০.০০০০.১১৩.১৮.০৫৩.১৯-২০—চট্টগ্রাম মুসলিম ইন্সটিটিউট বিধিমালা, ১৯৬০ (সংশোধিত ১৯৯৫) অনুযায়ী ইন্সটিটিউট পরিচালনার নিমিত্তে নিম্নে বর্ণিত ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্দেশক্রমে পুনর্গঠন করা হ'ল :

সভাপতি

১. মহাপরিচালক, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, শাহবাগ, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

২. অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), চট্টগ্রাম

৩. ডেপুটি কমিশনার (দক্ষিণ), চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ, চট্টগ্রাম।

৪. কমিশনার, ৩২ নং ওয়ার্ড, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।

৫. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সিভিল), গণপূর্ত, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম।

৬. উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম।

৭. ড. মাহবুবুল হক, পিতা: মরহুম আব্দুল মালেক মোল্লা ঠিকানা : অন্তরা, ১০৫ বাঘঘোনা লালখান বাজার, চট্টগ্রাম।

৮. ড. আনোয়ারা আলম, স্বামী : মুহাম্মদ শামসুল আলম ঠিকানা : ২৫৭/এম তনুশা, উত্তর আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

৯. জনাব শাহরিয়ার খালেদ, পিতা : মরহুম মোজহারুল হক, স্বায়ী ঠিকানা : শেখ-ই-চাটগাম, কাজেম আলী হাউজ, কাজেম আলী মাস্টার বাইলেন, মাস্টারপুল, দক্ষিণ বাকলিয়া, চট্টগ্রাম-৪২০৩।

১০. জনাব মিলি চৌধুরী, পিতা: স্বপন চৌধুরী, ঠিকানা : জামাল খান লেইন, ডিসি হিলের উত্তর পাশে, চট্টগ্রাম।

সদস্য-সচিব

১১. প্রিন্সিপাল লাইব্রেরিয়ান-কাম-উপপরিচালক, বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার, চট্টগ্রাম।

২। ৩১ জুলাই ২০১৭ তারিখের সবিম/শা:৪/গগ্র-২৬৯/২০০২-২৫৯ নং স্মারকে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ০৩ (তিন) বছর পর্যন্ত ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যকাল বহাল থাকবে। এ আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোসাম্মৎ জোহরা খাতুন
উপসচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১০ ফাল্গুন ১৪২৬/২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০১৬.১৯-৫৩—যেহেতু, জনাব শাহ মোহাম্মদ শামস মোকাদ্দেস (৬০১৯৩০), নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, পটুয়াখালী প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ ২০১৮-১৯ প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে এবং ২০১৯-২০ প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ মোট তিনটি পর্যায়ে আবেদন করেন। উল্লিখিত তিনটি পর্যায়ের বিজ্ঞপ্তিতে আবেদনকারীর যোগ্যতার অন্যতম শর্ত ছিল 'আবেদনকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং The Times Higher Education World University Rankings অনুযায়ী প্রথম ৩০০ এর মধ্যে থাকতে হবে'। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত আবেদনের ন্যূনতম শর্ত না মেনে ২০১৮-১৯ প্রথম পর্যায়ে THE র‍্যাংকিং এ ৩৪৬তম Brunel বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করার জন্য আবেদন করেন। প্রথম পর্যায়ে তার এ আবেদন র‍্যাংকিং বহির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও তা বিবেচনার জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষ বরাবর পুনঃপুন ই-মেইল প্রদান করেন। তিনি ২০১৮-১৯ দ্বিতীয় পর্যায়ে পুনরায় Brunel বিশ্ববিদ্যালয়ে (THE র‍্যাংকিং এ ৩৪৬তম) পিএইচডি করার জন্য আবেদন করেন। উপরন্তু 'এই আবেদনটি যেন প্রথম পর্যায়ের আবেদনের সাথে মূল্যায়ন করা হয়' এরূপ অবাস্তব অনুরোধ করেন। প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপের ২০১৮-১৯ দ্বিতীয় পর্যায়ে আবেদনের শেষ তারিখ ছিল ৩০ অক্টোবর ২০১৮। পরবর্তীতে তিনি ১৩ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে নির্ধারিত ৩০০ র‍্যাংকিং এর মধ্যে অবস্থিত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদন পুনরায় কর্তৃপক্ষ বরাবর জমা দেন এবং তা সংগত কারণে গৃহীত না হওয়ায় পরবর্তীতে এ বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপন করেন; এবং

যেহেতু, তিনি প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপের ২০১৯-২০ প্রথম পর্যায়ে আবেদন করে প্রাথমিক মূল্যায়নে উত্তীর্ণ হয়ে মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন কিন্তু মেধাক্রম অনুসারে প্রথম ১৮ জন প্রার্থীকে পিএইচডি (বিসিএস) এর আওতায় নির্বাচিত করা হয়। তার মেধাক্রম ৩১তম অবস্থানে থাকায় সংগত কারণেই নির্বাচিত হতে পারেননি। নিজের ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি ফেলোশিপ নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং ফলাফল নির্ধারণে অসদুপায় অবলম্বন ও অস্বচ্ছতার অভিযোগ করেন। আরো অভিযোগ করেন, তাকে তিনবার অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং তিনি ন্যায় বিচার চান। অতঃপর মহামান্য হাইকোর্টে এ বিষয়ে রিট হতে পারে মর্মে হুমকি প্রদান করেন; এবং

যেহেতু, জনাব শাহ মোহাম্মদ শামস মোকাদ্দেস (৬০১৯৩০), নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, পটুয়াখালী মূল্যায়নে British Counicil কে সম্পৃক্ত করার দাবী উত্থাপন করেন। একজন সরকারি কর্মকর্তা হয়েও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের একটি ফেলোশিপের মূল্যায়ন পদ্ধতির উপর চরম অনাস্থা জ্ঞাপন করে তিনি এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা বিব্রতকর। এছাড়া অনৈতিক দাবীসহ রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গকে হুমকি প্রদান করেছেন, যা অসদাচরণের সামিল; এবং

যেহেতু, তার এহেন কার্যকলাপ সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ২(খ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণের সামিল; এবং

যেহেতু, তার উপরোল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণ এর পর্যায়ভুক্ত হওয়ায় তাকে উক্ত অভিযোগে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা (নম্বর ০১/২০১৯) রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য কেন তাকে একই বিধিমালার ৪(৩) (ঘ) বিধি মোতাবেক "চাকরি হতে বরখাস্ত" করা হবে না বা অন্য কোনো উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হবে না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি ব্যক্তিগত শুনানির মাধ্যমে কোনো কিছু জ্ঞাত করাতে চান কিনা কিংবা তার বক্তব্যের সমর্থনে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে চান কিনা তাও লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তিনি গত ২১-১১-২০১৯ তারিখ তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার জবাব পেশ করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সে প্রেক্ষিতে গত ২২-১২-২০১৯ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। লিখিত জবাব ও শুনানীকালে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক না হওয়ায় সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭ এর (২) (ঘ) মোতাবেক বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য এ বিভাগের উপ-প্রধান, জনাব মোঃ সামীমুজ্জামান-কে গত ০২-০১-২০২০ তারিখ তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব শাহ মোহাম্মদ শামস মোকাদ্দেস (৬০১৯৩০)-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ২(খ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত

হয়েছে মর্মে উল্লেখপূর্বক গত ২৯-০১-২০২০ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

সেহেতু, এক্ষণে জনাব শাহ মোহাম্মদ শামস মোকাদ্দেস (৬০১৯৩০), নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, পটুয়াখালী-এর আনীত অসদাচরণ এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধির অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(খ) অনুযায়ী তার বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত রাখা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়

জরিপ অধিশাখা-২

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ১৪ ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.২২১.১০(অংশ-১).৭৮—State Acquistion and Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর ১৪৪ ধারা (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy Rules, 1955)- এর ৩৪ (২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে.এল. নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলা	জেলা	মন্তব্য
১	দিয়াখালী	৪০	৭১৪৫	সাভার	ঢাকা	রিটজনিত কারণে ৩১৫০, ৩১৫১, ১৩৬৫, ৬৭৩৯, ৪৪৩৪, ৪৬৮৫ ও ৫২৯৪ নম্বর খতিয়ান ব্যতীত।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আব্দুর রহমান
উপসচিব।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

হজ অনুবিভাগ

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৩ মাঘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/০৬ ফেব্রুয়রি ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং ধবিম/হঃশাঃ/৪-৬১/২০১২-৭৬—যেহেতু জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত হজ লাইসেন্স পারফেক্ট ট্রাভেলস (হজ লাঃ নং-১১০১) ২৮/এ/২, টয়েনবি সার্কুলার রোড, হোটেল মতিঝিল (২য় তলা), মতিঝিল সি/এ, ঢাকা-১০০০ এর স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পরিচালনাকারী হিসেবে আপনি দায়িত্ব পালন করেছেন; এবং

যেহেতু, আপনি যথাযথভাবে হজ লাইসেন্স পরিচালনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ মোতাবেক লিখিতভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন; এবং

যেহেতু, দু'টি অভিযোগে যথাক্রমে জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন শিশিরসহ ৩ জন এবং জনাব হাবিব উদ্দিন আহম্মেদসহ ২ জন আপনার এজেন্সির বিরুদ্ধে কাউন্সেলর (হজ্জ), বাংলাদেশ হজ্জ অফিস, মক্কা আল-মোকাররমা, সৌদি আরব বরাবর নিম্নরূপ অভিযোগ দাখিল করেছেন:

"জম জম টাওয়ারে থাকার ব্যবস্থা কথা থাকলেও দূরের বাড়ীতে রাখা, হোটেল দূর হওয়ায় হারাম শরীফে গিয়ে ২/১ ওয়াক্তের বেশি নামাজ পড়া যায়নি, অতিরিক্ত টাকা নেয়া, ঠিক মতো খাবার না দেয়া।"

"চুক্তি অনুযায়ী 'এ' প্যাকেজের সুবিধা না দেয়া, অতিরিক্ত টাকা নেয়া, খাবারের কষ্ট দেয়া, হাজীরা কিছু বললে হজ মিশনে বিচার দেয়ার কথা বললে উপহাস করা।" এবং

যেহেতু, আপনার হজ এজেন্সির বিরুদ্ধে গত ২৩-১২-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ধবিম/হঃশাঃ/৪-৬১/২০১২-১৯০৩ নং স্মারকে ৩ (তিন) দিনের মধ্যে জবাব প্রেরণের জন্য কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, আপনি গত ২৯-০৬-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে কারণ দর্শানো নোটিশের জবাবে আপনি আপনার স্বপক্ষে কোন যুক্তি উপস্থাপন করতে পারেননি; এবং

যেহেতু, উল্লিখিত কারণে জাতীয় হজ ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এর ২৪.১ এ বর্ণিত শাস্তির কারণসমূহ বিদ্যমান;

সেহেতু, জাতীয় হজ ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এর ২৪.২ এর (গ) অনুযায়ী আপনার পরিচালিত পারফেক্ট ট্রাভেলস (হজ লাঃ নং-১১০১) এর হজ লাইসেন্স ৩ (তিন) বছরের জন্য স্থগিত করা হলো।

তারিখ: ২৮ মাঘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং ধবিম/হঃশাঃ/৪-১০২/২০১৩-৯৩—যেহেতু, জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন (লিটন) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত হজ লাইসেন্স গ্রামীণ হলিডেস (হজ লাঃ নং-৭৯২), ১৬৫ (পুরাতন), ৪৭(নতুন), ডিআইটি এক্সটেশন রোড, ফকিরাপুর, ঢাকা-১০০০ এর স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পরিচালনাকারী হিসেবে আপনি দায়িত্ব পালন করেছেন; এবং

যেহেতু, আপনি যথাযথভাবে হজ লাইসেন্স পরিচালনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ মোতাবেক লিখিতভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন; এবং

"যেহেতু, আপনি এ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে নিজেদের ইচ্ছামত উক্ত লাইসেন্স হাত বদল করেছেন এবং আর্থিক লেনদেন করেছেন" এবং

যেহেতু, আপনার হজ এজেন্সির বিরুদ্ধে গত ০১-০১-২০২০ খ্রিঃ তারিখে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ধবিম/হঃশাঃ/৪-১০২/২০১৩-০১ নং স্মারকে ৩ (তিন) দিনের মধ্যে জবাব প্রেরণের জন্য কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, আপনি গত ০৫-০১-২০২০ খ্রি. তারিখে কারণ দর্শানো নোটিশের জবাবে আপনি আপনার স্বপক্ষে কোন যুক্তি উপস্থাপন করতে পারেননি; এবং

যেহেতু, উল্লিখিত কারণে জাতীয় হজ ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এর ২৪.১ এ বর্ণিত শাস্তির কারণসমূহ বিদ্যমান;

সেহেতু, জাতীয় হজ ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এর ২৪.২ (ক) অনুযায়ী আপনার পরিচালিত গ্রামীণ হলিডেস (হজ লাঃ নং-৭৯২) এর হজ লাইসেন্স বাতিল করা হলো।

আবুল কাশেম মুহাম্মদ শাহীন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০৩ ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং ধবিম/হঃশাঃ/৪-২৭৯/২০১৩-১০১—যেহেতু, জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ আজাদ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত হজ লাইসেন্স মিকাত ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস (হজ লাঃ নং-১০২৫) ভিআইপি টাওয়ার (৪র্থ তলা), ৫১/১, ভিআইপি রোড, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০ এর স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পরিচালনাকারী হিসেবে আপনি দায়িত্ব পালন করেছেন; এবং

যেহেতু, আপনি যথাযথভাবে হজ লাইসেন্স পরিচালনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ মোতাবেক লিখিতভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন; এবং

যেহেতু, সচিব, যিয়ারাহ সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়, মদিনা আল মুনাওয়ারা আপনার এজেন্সির বিরুদ্ধে কাউন্সেলর (হজ্জ), বাংলাদেশ হজ্জ অফিস, মক্কা আল-মোকাররমা, সৌদি আরব বরাবর নিম্নরূপ অভিযোগ দাখিল করেছেন:

"২৬-০৮-২০১৯ খ্রিঃ তারিখ রাত ৮.৩০ ঘটিকায় মক্কা আল মুকাররমা থেকে মদিনা আল মুনাওয়ারায় আগত ৪৫ হন বাংলাদেশী হাজীকে (নির্ধারিত রুম বিহীন) দুই ঘন্টার অধিক সময় হোটেলের লবিতে অপেক্ষামান দেখা যায়। যা সৌদি সরকারের আবাসন আইনের স্পষ্ট বিরোধী। এর ফলে পবিত্র মদিনা আল মুনাওয়ারায় সম্মানিত হাজীদের মানসম্মত খেদমত নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।" এবং

যেহেতু, আপনার হজ এজেন্সির বিরুদ্ধে গত ২২-১২-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ধবিম/হঃশাঃ/৪-২৭৯/২০১৩-১৮৯১ নং স্মারকে ৩ (তিন) দিনের মধ্যে জবাব প্রেরণের জন্য কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, আপনি গত ২৪-১২-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেছেন এবং যেহেতু উক্ত জবাব সন্তোষজনক মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে;

সেহেতু, জাতীয় হজ ওমরাহ নীতি, ২০১৯ অনুযায়ী আপনার পরিচালিত মিকাত ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস (হজ লাঃ নং-১০২৫)-কে অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

তারিখ: ১০ ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং ধবিম/হঃশাঃ/৫-১২/২০১২-১১৫—যেহেতু, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বারিধারা ওভারসীজ লিঃ (ওমরা লাঃ নং-২৯২) বলিয়াদী ম্যানশন (নীচ তলা), ১৬ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০ এর স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ওমরাহ পরিচালনাকারী হিসেবে আপনি দায়িত্ব পালন করেছেন; এবং

যেহেতু, আপনি যথাযথভাবে ওমরাহ যাত্রী প্রেরণের বিষয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ মোতাবেক লিখিতভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন; এবং

যেহেতু, আইনজীবী জনাব মোঃ ছোহরাব হোসেন ভূঞা, কুমিল্লা আপনার এজেন্সির বিরুদ্ধে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর নিম্নরূপ অভিযোগ দাখিল করেছেন:

"প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সেবা প্রদান না করা, সৌদি আরবে গিয়ে এজেন্সির মালিককে না পাওয়া, অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট ও দুর্ভোগের স্বীকার হওয়া, অত্যন্ত আর্থিক কষ্টের মধ্য ওমরাহ পালন শেষে দেশে ফিরে এসে যোগাযোগ করতে চাইলে ভিন্ন ভিন্ন তারিখে সমস্যা সমাধানে আশ্বস্ত করে ২ মাস অতিবাহিত হওয়া।" এবং

যেহেতু, আপনার হজ এজেন্সির বিরুদ্ধে গত ২২-১০-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ধবিম/হঃশাঃ/৫-১২/২০১২-১৫২৪ নং স্মারকে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে জবাব প্রেরণের জন্য কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, আপনি গত ২৭-১০-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেছেন এবং আপনি আপনার স্বপক্ষে জবাব প্রদান করেছেন; এবং

যেহেতু, আপনার এজেন্সির বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগটি এ মন্ত্রণালয় তদন্ত করেছে এবং যেহেতু প্রতিবেদন সন্তোষজনক মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে;

সেহেতু, জাতীয় হজ ওমরাহ নীতি, ২০১৯ অনুযায়ী আপনার পরিচালিত বারিধারা ওভারসীজ লিঃ ট্রাভেলস (ওমরাহ লাঃ নং-২৯২)-কে অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবুল কাশেম মুহাম্মদ শাহীন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শিল্প মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০

নং ৩৬.০০.০০০০.০৬১.১৬.০০৩.১৮-১৮৯—বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ০৮ নং আইন) এর ৮ নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১০ নং ধারার বিধান মোতাবেক সরকার "বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ বোর্ড" নামে নিম্নরূপ একটি বোর্ড প্রতিষ্ঠা করলো :

চেয়ারম্যান

(ক) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(খ) শিল্প মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব বা সমপদমর্যাদার প্রতিনিধি।

(গ) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব বা সমপদমর্যাদার প্রতিনিধি।

(ঘ) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব বা সমপদমর্যাদার প্রতিনিধি।

(ঙ) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব বা সমপদমর্যাদার প্রতিনিধি।

(চ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অন্যূন কমিশনার সমপদমর্যাদার প্রতিনিধি।

(ছ) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব বা সমপদমর্যাদার প্রতিনিধি।

(জ) বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম

(ঝ) ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, চট্টগ্রাম রেঞ্জ, বাংলাদেশ পুলিশ।

(ঞ) বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি

(ট) সভাপতি, বাংলাদেশ শিপ ব্রেকার্স এন্ড রিসাইক্লার্স এসোসিয়েশন।

(ঠ) সরকার কর্তৃক মনোনীত জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের মালিক পক্ষের দুই জন প্রতিনিধি।

সদস্য-সচিব

(ড) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ বোর্ড।

২। (ক) সরকার কর্তৃক ক্রম (ঠ) এর অধীন মনোনীত ব্যক্তির সদস্য পদের মেয়াদ হবে তার মনোনয়নের তারিখ হতে পরবর্তী ৩ (তিন) বছর; তবে শর্ত থাকে যে, সরকার প্রয়োজনে, যে কোন সময় সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্যের মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে কোন কারণ দর্শানো ব্যাতিরেকে তাকে অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে।

(খ) বোর্ড শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রয়োজনে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে বোর্ডের সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

(গ) বোর্ডের কার্যাবলি ও ক্ষমতা বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ আইন, ২০১৮ এর ধারা ১১ এর বিধান মোতাবেক নির্ধারিত হবে।

(ঘ) চেয়ারম্যান অবিলম্বে বোর্ডের সভা আহ্বান করবেন এবং বোর্ডের প্রথম সভা অনুষ্ঠানের তারিখ হতে বোর্ডের কার্যক্রম শুরু হয়েছে বলে গণ্য হবে।

(ঙ) বোর্ড প্রাথমিকভাবে জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প সংক্রান্ত নীতি-নির্ধারণী বিষয়ক কাজ সম্পাদন করবে।

(চ) শিল্প মন্ত্রণালয় বোর্ডর প্রধান কার্যালয়ে স্থান নির্ধারণ করবে।

(ছ) শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ হতে বোর্ড জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প সংক্রান্ত প্রশাসনিক কাজ সম্পাদন করবে।

(জ) উপ-অনুচ্ছে ২(ছ) এর আলোকে নির্ধারিত তারিখের পূর্ব পর্যন্ত The Ship Breaking and Ship Recycling Rules 2011 এর বিধি ৫২ এর ক্ষমতাবলে শিল্প মন্ত্রণালয় জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প সংক্রান্ত প্রশাসনিক কাজ সম্পাদন করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুল হালিম
সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ ফাল্গুন ১৪২৬/২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৩৯.১৮-৫৩—যেহেতু, জনাব মোঃ রেজাউল করিম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, কোটচাঁদপুর সার্কেল, ঝিনাইদহ হিসেবে কর্মকালে গত ১৪-০৮-২০১৭ তারিখ জন্মাষ্ঠমী ও ১৫-০৮-২০১৭ তারিখ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪২ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসকে সামনে রেখে গত ১৩-০৮-২০১৭ তারিখ ১ দিনের নৈমিত্তিক এবং ২ দিনের (১৪ ও ১৫ আগস্ট ২০১৭) অনুমতি ছুটি মঞ্জুর হওয়ার পূর্বে গত ১১-০৮-২০১৭ তারিখ বিনা অনুমতিতে কর্মস্থল ত্যাগ করা; ঈদ উল-আযহা (গত ৩০-০৮-২০১৭ তারিখ) উপলক্ষে ছুটির আবেদন উপস্থাপন করা হলে ঈদ-কে সামনে রেখে পুলিশ অধিদপ্তরের নির্দেশনার কথা তাকে অবহিত করা সত্ত্বেও গত ৩১-০৮-২০১৭ তারিখে ১৫(পনের) দিনের (১-৯-২০১৭ তারিখ হতে ১৫-০৯-২০১৭ তারিখ পর্যন্ত) আরআরএস ছুটি ভোগের লক্ষে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে প্রস্থান প্রতিবেদন দাখিল করে কর্মস্থল ত্যাগ করা এবং অদ্যাবধি কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকা; কোটচাঁদপুর উপজেলার ৩নং কুশনা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের মেম্বার মোঃ নাছির উদ্দিনের বিবাহ উপলক্ষে কুশনা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আঃ হান্নানে নিকট থেকে ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা গ্রহণ করা; কুশনা ইউনিয়ের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আঃ হান্নানের স্ত্রীকে বিভিন্ন সময়ে কুপ্রস্তাব দেয়া, হান্নান চেয়ারম্যানের বাড়িতে জুয়া খেলা চলছে মর্মে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ সুপারের অনুমতি অথবা পুলিশ সুপারের নিকট থেকে তল্লাশী পরোয়ানা গ্রহণ ব্যাতিরেকে জনাব হান্নান চেয়ারম্যানের বাসায় প্রবেশ করার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অপরাধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত বিভাগীয় মামলায় এ বিভাগের গত ৩১-০৭-২০১৯ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭. ০৩৯.১৮-১০২ নম্বর স্মারক-মূলে তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি গত ২৭-০৮-২০১৯ তারিখে উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন;

২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী ১৩-০১-২০২০ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিতে এবং লিখিত জবাবে তিনি জানান যে, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে তিনি কর্মস্থল ত্যাগ করেন। তিনি ২০১৭ সালের উদ-উল-ফিতরের ছুটিতে না গিয়ে একাকী কর্মস্থলে উদ-উল-ফিতর উদযাপন করেন। কথা ছিল উদ-উল-আযহার ছুটি পাবেন। তার শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি মঞ্জুর থাকায় তিনি গত ০১-০৯-২০১৭ খ্রিঃ হতে ১৫-০৯-২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত আরআরএল ছুটি ভোগ শেষে বদলিসূত্রে ইন সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, নওগাঁর উদ্দেশ্যে গত ১৬-১০-২০১৭ তারিখ কর্মস্থল ত্যাগ করেন। তিনি জানান যে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে হান্নান চেয়ারম্যানের বাড়িতে অভিযানে সময় এসআই সাখাওয়াত ও অফিসার ইনচার্জ, কোটচাঁদপুর বিপ্লব কুমার সরকার ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকায় একই সময়ে একটি সড়ক দুর্ঘটনার কারণে পুলিশ সুপারের নির্দেশে তাকে দুর্ঘটনা স্থলে যেতে হয়। যে কারণে তিনি অফিসার ইনচার্জ ও এসআই সাখাওয়াতকে তল্লাশী আলামত জব্দ ও সিজার লিস্ট তৈরি করার নির্দেশ প্রদান করে দূর্ঘটনা স্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হন। তিনি আনীত অভিযোগসমূহ অস্বীকার করে এর দায় হতে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন;

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, পারিবারিক প্রয়োজনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার গত ১৩—১৫ আগস্ট ২০১৭ আগস্ট পর্যন্ত ছুটি মঞ্জুর করা ছিল। কিন্তু মায়ের অসুস্থতার সংবাদে তিনি গত ১১ আগস্ট ২০১৭ খ্রিঃ কর্মস্থল ত্যাগ করেন। তবে অনুমোদিত শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি ভোগের বিষয়ে পুলিশ সুপার এর যথাযথ অনুমোদন ব্যতীত মৌখিক অনুমতির (তার স্টেনোর মাধ্যমে দেয়া) পরিপ্রেক্ষিতে শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি ভোগশেষে বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদানের উদ্দেশ্যে কর্মস্থল ত্যাগ করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অপরাধ করেছেন;

৪। সেহেতু, অভিযোগের গুরুত্ব এবং সার্বিক পর্যালোচনায় জনাব মোঃ রেজাউল করিম (বিপি নং-৮২১১১৪২৫১০)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর প্রমাণিত অভিযোগে তার ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে একই বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি মোতাবেক "তিরস্কার" দণ্ড প্রদান করা হলো।

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৩ ফাল্গুন ১৪২৬/২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০২৩.১৯-৫৪—যেহেতু, ডাঃ মোঃ নাজিম উদ্দিন (সিআইভি-৭১০৪১৪৫২৭৪), মেডিকেল অফিসার, বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী, সারদা, রাজশাহী (বর্তমানে বিভাগীয় পুলিশ হাসপাতাল চট্টগ্রামে সংযুক্ত) ইতিপূর্বে BANFPU-3 (Rotation-6) MINUJUSTH. Haiti-তে গত ০৬-০৭-২০১৭ হতে ২০-০৮-২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত কর্মকালে গত ৪-০৮-২০১৮ খ্রিঃ রোটেশন-৭ বাংলাদেশ হতে হাইতি পৌঁছালে তিনি রোটেশন-৭ এর ডাঃ তাসমী আজাদকে হাসপাতালের ঔষধ, সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতিসহ হাসপাতালের সামগ্রী ও কাজ-কর্ম বুঝিয়ে দিয়ে বাংলাদেশ আসার উদ্দেশ্যে মিরাগন ক্যাম্প হতে গত ২০-০৮-২০১৮ খ্রিঃ সকাল ০৭.০০ টায় পোর্ট অব প্রিন্স এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়ার সময় রোটেশন-৭ এর কমান্ডার কর্তৃক তার লাগেজসমূহ চেক করে সেখান থেকে কিছু ঔষধ, সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি ও ইউএন রেশন সামগ্রী জব্দ করা হয়। জব্দ তালিকার ক্রমিক ১ নং থেকে ২৬ নং পর্যন্ত ঔষধ এবং ২৭ নং হতে ৬০ নং পর্যন্ত সার্জারির যন্ত্রপাতি এবং ৬১ নং আইটেমটি ইউএন মিশন কর্তৃক সরবরাহকৃত জুস হলেও তা লাগেজ বহন করা ইউএন মিশনের নিয়ম বহির্ভূত হওয়ায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত বিভাগীয় মামলায় এ বিভাগের গত ১৪-০১-২০২০ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭. ০২৩.১৯-০৯ নম্বর স্মারকমূলে তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি গত ২০-০১-২০২০ তারিখে উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন;

২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী গত ১০-০২-২০২০ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিতে এবং লিখিত জবাবে তিনি জানান যে, একজন ডাক্তার হিসেবে সেবাই তার একমাত্র ব্রত। এই প্রত্যয়ে তার ভ্রমণে ব্যবহৃত ব্যাগে সব সময় কিছু জরুরি ঔষধ এবং হালকা যন্ত্রপাতি সংরক্ষিত থাকে। এরকম ভাবনা থেকেই কিছু ঔষধ ও হালকা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কন্টিজেন্টের লেভেল ওয়ান হাসাপাতালে 1st Aid বক্সে ছিল। যা ২৫ জন পুলিশ সদস্যের চিকিৎসা দেয়ার জন্য সঙ্গে নিয়েছিলেন। এছাড়া জব্দ তালিকার ৬১ নং আইটেমটি খাওয়ার জুস ছিল। মিরাগন ক্যাম্প থেকে Port of Prince এর উদ্দেশ্যে রওনা করে ৪ ঘণ্টার ভ্রমণ শেষে Port of Prince এর Transit Camp এ ৩ দিন অবস্থান করবেন বিধায় নিজের ও সহকর্মীদের খাওয়ার জন্য জুসগুলো সঙ্গে নিয়ে ছিলেন মর্মে জানিয়ে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন;

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, ডাঃ মোঃ নাজিম উদ্দিন গত ২০-০৮-২০১৮ খ্রিঃ ২৫ জন পুলিশ সদস্যসহ (রোটেশন-৬ এর ১৩ জন এবং রোটেশন-৭ এর ১২ জন) বাংলাদেশে আসার উদ্দেশ্যে পোর্ট অব প্রিন্স এর উদ্দেশ্যে রওনাকালে রোটেশন-৭ এর কমান্ডার কর্তৃক তার লাগেজসমূহ থেকে উদ্ধারকৃত ৬১ টি আইটেমের অধিকাংশ ঔষধ 1st Aid চিকিৎসা সামগ্রী হিসেবে ১৪০ জন সদস্যকে মিশন থেকে সরবরাহ করা হয়েছিল। যা তিনি নিজের ও তার নিয়ন্ত্রণাধীন পুলিশ সদস্যদের জরুরি সেবাদানের উদ্দেশ্যে বহন করেছিলেন। মিশন শেষে Port of Prince এর উদ্দেশ্যে ৪ ঘণ্টার ভ্রমণে এবং Port of Prince এর Transit Camp এ ৩ দিন অবস্থানকালে নিজের ও দায়িত্বে থাকা পুলিশ সদস্যদের জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহারের লক্ষে UN কর্তৃক সরবরাহকৃত চিকিৎসা সামগ্রী ও জুস বহন করেন। মিশনে দায়িত্বেরত একজন চিকিৎসক হিসেবে UN কর্তৃক সরবরাহকৃত চিকিৎসা সামগ্রী ও জুস বহনের ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ বা অন্য কোন অসৎ উদ্দেশ্য ছিল মর্মে প্রতীয়মান হয় না;

৪। সেহেতু, অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় এবং সার্বিক পর্যালোচনায় ডাঃ মোঃ নাজিম উদ্দিন (সিআইভি-৭১০৪১৪৫২৭৪), মেডিকেল অফিসার, বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদা, রাজশাহী (বর্তমানে বিভাগীয় পুলিশ হাসপাতাল চট্টগ্রামে সংযুক্ত)-কে ভবিষ্যতে সরকারি কাজে আরও সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালনের পরামর্শ দিয়ে বর্ণিত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ১৭ ফাল্গুন ১৪২৬/০১ মার্চ ২০২০

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০২৪.১৮-৫৬—যেহেতু, জনাব মুহাম্মদ মেহেদী হাসান, জেলা কমান্ড্যান্ট, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, কুমিল্লা হিসেবে কর্মকালে গত ২৮-১২-২০১৭ তারিখে কুমিল্লা জেলাধীন লাঙ্গলকোট উপজেলায় অনুষ্ঠিত ৮টি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ৭২টি ভোটকেন্দ্রে আনসার অঙ্গীভূত নীতিমালা ভঙ্গ করে কম বয়সী ও বেশি বয়সী আনসার-ভিডিপি সদস্য মোতায়েন করা; মোতায়েনকৃত আনসার-ভিডিপি সদস্যগণের নিকট থেকে নির্বাচনি গ্রুপ প্রদানের জন্য দাউদকান্দি উপজেলার উপজেলা মহিলা প্রশিক্ষিকা শামসুন্নাহার কর্তৃক জনপ্রতি ২০০ (দুইশত) টাকা হারে আদায় করায় তার প্রশাসনিক ব্যর্থতা এবং অঙ্গীভূত আনসার বদলি নীতিমালা ভঙ্গ করে আনসার সদস্যদের বদলি করার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অপরাধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত বিভাগীয় মামলায় এ বিভাগের গত ২৯-১২-২০১৯ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭. ০২৪.১৯-২২৫ নম্বর স্মারকমূলে তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি গত ০৮-০১-২০২০ তারিখে উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন;

২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী গত ১১-০২-২০২০ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিতে এবং লিখিত জবাবে তিনি জানান যে, অপারেশন পরিদপ্তরের মোতায়েন নির্দেশিকার আলোকে সংশ্লিষ্ট উপজেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ভোটকেন্দ্রে দায়িত্বপালনকারী সদস্যদের বাছাই করে নামীয় তালিকা প্রস্তুত করে থানায় জমা দেন। জেলা কমান্ড্যান্ট হিসেবে তিনি শুধু নিয়োজিতব্য অঙ্গীভূত আনসারের সংখ্যা উল্লেখ করে আদেশ জারি করেছেন; উল্লিখিত মহিলা টিআই কর্তৃক কথিত অর্থ উত্তোলনের বিষটি তিনি অভিযোগের মাধ্যমে জানতে পারেন। তিনি আরও জানান যে, গ্রুপ প্রদানের নামে টাকা উত্তোলনের কোন সুযোগ নেই। এছাড়া আনসার অধিদপ্তর হতে জারীকৃত (২৭-০১-২০১৮ খ্রিঃ) নীতিমালা প্রাপ্তির পর অনিয়মতান্ত্রিকভাবে কোন আনসার সদস্যকে বদলি করা হয়নি মর্মে জানিয়ে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন;

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, ভোটকেন্দ্রে আনসার অঙ্গীভূত করার বিষয়ে জেলা কমান্ড্যান্ট হিসেবে তিনি শুধুমাত্র সংখ্যা উল্লেখপূর্বক (২০৮০ জন) অঙ্গীভূত করার আদেশ জারি করেছেন। সদর দপ্তরের অপারেশনকালে নির্দেশনাবলি অনুসরণপূর্বক বয়স, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য যোগ্যতা অনুযায়ী নামীয় তালিকা প্রস্তুতকরণের দায়িত্ব ছিল সংশ্লিষ্ট উপজেলা আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তার। এছাড়া মোতায়েনকৃত আনসার-ভিডিপি সদস্যগণের নিকট থেকে নির্বাচনী গ্রুপ প্রদানের জন্য উপজেলা মহিলা প্রশিক্ষিকা শামসুন্নাহার কর্তৃক টাকা আদায় করার বিষয়ে প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের সত্যতা ও নীতিমালা ভঙ্গ করে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে আনসার সদস্যগণকে বদলি করার অভিযোগ আনা হলেও এসবের স্বপক্ষে কোন দালিলিক প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হয়নি।

৪। সেহেতু, অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় এবং সার্বিক পর্যালোচনায় জনাব মুহাম্মদ মেহেদী হাসান, জেলা কমান্ড্যান্ট, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, বগুড়া-কে ভবিষ্যতে সরকারি কাজে আরও সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালনের পরামর্শ দিয়ে বর্ণিত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোস্তফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

প্রশাসন অধিশাখা-০২

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৪ ফাল্গুন ১৪২৬/২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০

নং ৪৭.০০.০০০০.০৩২.২৭.০১৮.১৯-১০৯—যেহেতু জনাব মুহাম্মাদ গালীব খান, জেলা সমবায় অফিসার, ঢাকা হিসেবে (বর্তমানে উপ-নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা) কর্মরত থাকা অবস্থায় উত্তরা ইনভেস্টমেন্ট মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর শাখা খোলা ও কর্ম এলাকা সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী বৃদ্ধির জন্য উপ-আইন সংশোধনের নিমিত্ত সমিতির যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দাখিলকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে তৎকালীন মেট্রোপলিটন থানা সমবায় অফিসার, রমনা ঢাকা জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন কর্তৃক কোন মতামত/সুপারিশ ব্যতিরেকে তার বরাবর অগ্রায়ন করা হলে তিনি আবেদনখানা কোন মতামত/সুপারিশ ব্যতীত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করায় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা কর্তৃক আবেদনটি অনুমোদিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত সমিতি কর্তৃক অবাধে জনগণের নিকট হতে অর্থ সংগ্রহ ও সংগৃহীত অর্থ আত্মসাৎ এর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। উক্ত সমিতি কর্তৃপক্ষের দ্বারা অযৌক্তিক, অবৈধ ও বেআইনীভাবে প্রভাবিত হয়ে সমিতি কর্তৃপক্ষের ইচ্ছানুযায়ী অধস্তন কর্মকর্তার নিকট হতে প্রাপ্ত প্রস্তাব যাচাই না করে কোন মতামত/সুপারিশ ব্যতীত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবরে অগ্রায়ন করায়, এহেন কর্মকান্ডে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণ (Misconduct) এবং একই ধরনের কাজ করে দুর্নীতি পরায়ণতার অব্যাহত কুখ্যাতির কারণে একই বিধিমালার বিধি ৩(ঘ)(ই) মোতাবেক অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়।

২। যেহেতু, জনাব মুহাম্মাদ গালীব খান এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে ০৪-০৯-২০১৯ তারিখের ৪৭.০০.০০০০.০৩২.২৭.

০১৮.১৯-৩৯০(২) নম্বর স্মারকে কারণ দর্শাতে বলা হলে তিনি ১৮-০৯-২০১৯ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করেন। ০২-১২-২০১৯ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য বিবেচনায় অভিযোগটি তদন্ত করার জন্য জনাব মোঃ আহসান কবীর, অতিরিক্ত নিবন্ধক (সমিতি ব্যবস্থাপনা), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা ৩০-০১-২০২০ তারিখ দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মুহাম্মাদ গালীব খান এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও একই বিধিমালার বিধি ৩(ঘ)(ই) অনুযায়ী দুর্নীতির অভিযোগে নির্দোষ মর্মে মতামত প্রদান করেছেন; এবং

৩। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও একই বিধিমালার বিধি ৩(ঘ)(ই) অনুযায়ী দুর্নীতির অভিযোগে নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

৪। সেহেতু, জনাব মুহাম্মাদ গালীব খান, উপ-নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা (প্রাক্তন জেলা সমবায় অফিসার), ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও বিধি ৩(ঘ)(ই) অনুযায়ী দুর্নীতির অভিযোগের দায় হতে একই বিধিমালার ৭(৮) বিধি মোতাবেক অব্যাহতি প্রদান করা হ'ল।

৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ১৮ ফাল্গুন ১৪২৬/০২ মার্চ ২০২০

নং ৪৭.০০.০০০০.০৩২.০৪.০০৮.২০-১২০—যেহেতু জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক দঃবিঃ ৪০৯/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/১০৯ তৎসহ ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২), ৪(৩) ধারা মোতাবেক ২৫-০৮-২০১৯ তারিখে ১৩ নম্বর ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়েছে।

যেহেতু, তিনি ঢাকা মহানগর স্পেশাল জজ আদালতের আদেশে উক্ত মামলায় ২৬-০৯-২০১৯ তারিখে জেল হাজতে প্রেরিত হন;

সেহেতু, জনাব মোঃ মিজানুর রহমান-কে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ধারা ৩৯(২) এবং বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস পার্ট-১ এর বিধি ৭৩ এর নোট (১) ও নোট (২) অনুযায়ী ২৬-০৯-২০১৯ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালে তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রেজাউল আহসান
সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

উন্নয়ন-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৭ ফাল্গুন ১৪২৬/২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৭.২৭.০১৩.১৮-১৬৯—যেহেতু জনাব মোঃ জাকারিয়া ইসলাম, উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, চিতলমারী, বাগেরহাট এর বিরুদ্ধে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, খুলনা অঞ্চল যথাক্রমে (ক) বাগেরহাট জেলার চিতলমারী উপজেলা হেড কোয়াটার-ডুমুরিয়া আরএইচ ভায়া বাকেরগঞ্জ সড়ক (চেইনেজঃ ৮৬০০-১৩০০ মিঃ) মেরামত কাজ বাস্তবায়নে অনিয়ম, (খ) বাগেরহাট জেলার চিতলমারী উপজেলা হেড কোয়াটার-ডুমুরিয়া আরএইচ ভায়া বাকেরগঞ্জ সড়ক (চেইনেজঃ ৮৬০০-১৩০০ মিঃ) মেরামত কাজের চেইনেজ ৮৬০০ মিঃ হতে ৯৭০০ মিঃ-এ কাপেটিং এর পুরুত্ব ২৫ মিঃমিঃ এর স্থলে ১৬ মিঃমিঃ-২৮ মিঃ মিঃ অর্থাৎ গড়ে ২২ মিঃ মিঃ করা হয়েছে, পাথরের গ্রেডেশন ও মান যথাযথ না হওয়ায় সারফেস অমসৃণ হয়েছে, (গ) চেইনেজ ৯২০০ মিঃ থেকে ৯৪০০ মিঃ পর্যন্ত রাস্তা অনেক স্থানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এর ফলে যানবাহন চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে এবং (ঘ) গত ২৫-০৬-২০১৮ তারিখে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, খুলনা অঞ্চল, খুলনা ও উক্ত দপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী সড়কটি পরিদর্শন করে ত্রুটিপূর্ণ কাজ সংশোধনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা সত্ত্বেও তিনি উক্ত ত্রুটিপূর্ণ কাজসমূহ সংশোধন করেননি মর্মে অভিযোগ করেছেন। এছাড়াও বর্ণিত ত্রুটিসমূহ সংশোধন না করেই ৬৫,০০,০০০ (পয়ষট্টি লক্ষ) টাকার আংশিক চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করেন। বর্ণিত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় তার দাখিলকৃত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় অভিযোগসমূহ তদন্ত করার জন্য (১) জনাব মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, যুগ্মসচিব (ম ও মু), স্থানীয় সরকার বিভাগ, (২) মোঃ আবদুস ছালাম মন্ডল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, ফরিদপুর অঞ্চল, ফরিদপুর এবং (৩) জনাব হাবিবুল আজিজ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও এন্ড এম) এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা এর সমন্বয়ে ৩(তিন) সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত বোর্ড গঠন করা হয় এবং গত ২৬-০৯-২০১৯ তারিখে ২১৬ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে তদন্ত বোর্ড তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন।

যেহেতু, তদন্ত বোর্ড এর দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধিতে বর্ণিত অসদাচরণ ও দুর্নীতিপরায়ণতার অপরাধের অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে।

সেহেতু, জনাব মোঃ জাকারিয়া ইসলাম, উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, চিতলমারী, বাগেরহাট এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধিতে বর্ণিত যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতিপরায়ণতার অপরাধের অভিযোগসমূহ প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হলো।

হেলালুদ্দীন আহমদ
সিনিয়র সচিব।

পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০১ মার্চ ২০২০

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.৩২.০০১.১৭-২১৬—টাংগাইল জেলার মির্জাপুর পৌরসভার মেয়র জনাব সাহাদৎ হোসেন গত ১১-০২-২০২০ তারিখ মৃত্যুবরণ করায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৩(১) (চ) মোতাবেক সরকার উক্ত মেয়র এর পদ শূন্য ঘোষণা করিল।

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.৩২.০০৩.১৬-২১৭—জয়পুরহাট জেলার কালাই পৌরসভার মেয়র খন্দকার হালিমুল আলম জন গত ০৫-০২-২০২০ তারিখ মৃত্যুবরণ করায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৩(১) (চ) মোতাবেক সরকার উক্ত মেয়র এর পদ শূন্য ঘোষণা করিল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ ফারুক হোসেন
উপসচিব।

পার-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৮ ফাল্গুন ১৪২৬/০২ মার্চ ২০২০

নং ৪৬.০০.০০০০.০৮৩.১৫.০১৪.১৬-১৫১৪—নবসৃষ্ট ময়মনসিংহ বিভাগে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'ময়মনসিংহ সার্কেল' অফিসের জন্য নিম্নোক্ত ৯(নয়)টি পদের মধ্যে ২(দুই)টি (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ১টি ও সহকারী প্রকৌলী ১টি) ক্যাডার পদ স্থায়ীভাবে ও অবশিষ্ট ৭(সাত)টি পদ রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনে সরকারি মঞ্জুরী জ্ঞাপন করছি :

ক্র: নং	পদ নাম	পদ সংখ্যা	বেতন গ্রেড (জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১.	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	০১(এক)টি	৫৫০০০—৭১২০০ (গ্রেড-৪)	BCS Recruitement Rules 1981 (PART-XII) BCS (Engineering Public Health) অনুযায়ী পূরণযোগ্য।
২.	সহকারী প্রকৌশলী	০১(এক)টি	২২০০০—৫৩০৬০ (গ্রেড-৯)	BCS Recruitement Rules 1981 (PART-XII) BCS (Engineering Public Health অনুযায়ী পূরণযোগ্য।
৩.	প্রাক্কলনিক	০১(এক)টি	১৬০০০—৩৮৬৪০ (গ্রেড-১০)	The Public Health Engineering Employees Recruitement Rules, 1984 অনুযায়ী পূরণযোগ্য।
৪.	নক্সাকার	০১(এক)টি	১৬০০০—৩৮৬৪০ (গ্রেড-১০)	The Public Health Engineering Employees Recruitement Rules, 1984 অনুযায়ী পূরণযোগ্য।
৫.	স্টেনোগ্রাফার	০১(এক)টি	১১০০০—২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	The Public Health Engineering Employees Recruitement Rules, 1984 অনুযায়ী পূরণযোগ্য।
৬.	প্রধান সহকারী	০১(এক)টি	১১০০০—২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	The Public Health Engineering Employees Recruitement Rules, 1984 অনুযায়ী পূরণযোগ্য।
৭.	হিসাব রক্ষক	০১(এক)টি	১০২০০—২৪৬৮০ (গ্রেড-১৪)	The Public Health Engineering Employees Recruitement Rules, 1984 অনুযায়ী পূরণযোগ্য।
৮.	অফিস সহায়ক	০২(দুই)টি	৮২৫০—২০০১০ (গ্রেড-২০)	The Public Health Engineering Employees Recruitement Rules, 1984 অনুযায়ী পূরণযোগ্য।
৯.	ড্রাইভার	-	-	আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী

২। উল্লিখিত পদ সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৮ মার্চ, ২০১৯ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৫৪.১৫.০৬০.১৬-৩৮ নং পত্র, অর্থ বিভাগের (ব্যয় ব্যবস্থাপনা অধিশাখা-৬) এর ২১ জুলাই ২০১৯ তারিখের ০৭.১৫৬.০১৫.১০.০২.১৯.২০০০(অংশ-১)-২৬৭ নং পত্র এবং বাস্তবায়ন-২ অধিশাখার ১৮ আগস্ট ২০১৯ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৬২.৪৬.০১৮.১১-১৯৯ নং পত্র মোতাবেক সম্মতি রয়েছে। এছাড়া প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদন রয়েছে;

৩। এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ কর্তৃক আরোপিত শর্তাদি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং বিদ্যমান নিয়ম-কানুন ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হবে;

৪। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ খাইরুল ইসলাম
যুগ্মসচিব।